

সংবাদ

কারিগরি শিক্ষা অগ্রাধিকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষাকে সরকারের অগ্রাধিকার খাত উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'কারিগরি শিক্ষা এ অগ্রাধিকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত। সরকার কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০২০ সালে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। তবে তা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে 'স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (স্টেপ)' এর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নতুন করে ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান উপলক্ষে এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম সামছুন নাহার, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফন, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস ও প্রকল্প পরিচালক মো. ইমরান বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মকে আধুনিক দেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা। গতানুগতিক শিক্ষা দিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়, প্রয়োজন প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি শিক্ষা। এজন্য সরকার কারিগরি শিক্ষাকে টেলে সাজিয়েছে। এ শিক্ষার কোর্স

কারিকুলাম যুগোপযোগী ও সরকারি পলিটেকনিকসমূহে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। ২০০৮ সালে যেখানে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৩৭৫ জন, এবছর তা বেড়ে দাঁড়াবে ৫৬ হাজার ৭৫০ জনে। দেশে বর্তমানে ৭ হাজারের বেশি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শীঘ্রই একটি বিশ্বমানের টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।' কারিগরি শিক্ষা যুবসমাজের চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের অপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করছে মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করে হাজার হাজার যুবক-যুবতি বেকার থাকলেও কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কেউ বেকার নেই। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পায়। দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তাদের চাকরি খুঁজতে হবে না, চাকরিই তাদের খুঁজে বের করবে।' কারিগরি খাতে পূর্বে কোন প্রকল্প ছিল না জানিয়ে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এ সরকারের সময়েই কারিগরি খাতে ৫টি বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। নতুন আরও ১২টি প্রকল্পের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। দক্ষ ও আধুনিক কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের বিশ্বখ্যাত নানইয়াং পলিটেকনিক থেকে স্টেপ প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্রথম ৪২০ জন শিক্ষককে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছে। আরও এক হাজার ১৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ মাস থেকেই প্রশিক্ষণ শুরু হবে।'